উন্নয়নের অক্সিজেন রাজস্ব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়।
রাজস্ব ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০

জনকল্যাণে রাজস্ব

গণবিজ্ঞপ্তি

প্যাকেজ ভ্যাট নিয়ে বিভ্রান্তি দূরীকরণ

১৯৯১ সাল হতে দেশের সকল অংশীজনের মতামত নিয়ে এবং দেশপ্রেমিক জনগণের সহযোগিতা নিয়ে ভ্যাট চালু করা হয়। ভ্যাট চালুর পর থেকে এটি দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ১৯৯১ সালের ভ্যাট আইন অনুযায়ী ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকেও ভ্যাট দিতে হয় যা ব্যবসায়ী মহল প্যাকেজ ভ্যাট নামে অভিহিত করেন। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে ভ্যাট থেকে অব্যাহতি প্রদানসহ ভ্যাটকে আরো সহজ ও ব্যবসা-বান্ধব করার জন্য নতুন ভ্যাট আইন তথা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কোন কোন মহল প্যাকেজ ভ্যাট এর নামে ব্যবসা-বান্ধব নতুন ভ্যাট আইন নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছেন। জনমন হতে এধরনের বিভ্রান্তি দূর করার জন্য জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষ হতে প্রকৃত অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

ক্রম. নং	বিভ্রান্তি	প্রকৃত অবস্থা
০১.	নতুন ভ্যাট আইনে প্যাকেজ ভ্যাট না থাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।	➢ প্যাকেজ ভ্যাট বলে ভ্যাট আইনে কোন ভ্যাট নেই। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের স্বার্থে তাদের উপর ২০০৬ সাল হতে প্রবর্তিত সহজ পদ্ধতিভিত্তিক থোক ভ্যাটকে ব্যবসায়ীগণ প্যাকেজ ভ্যাট বলে থাকেন, যদিও এটি প্রকৃতপক্ষে টার্ণওভার কর। ➢ বিদ্যমান ভ্যাট আইনে যেসব ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর বার্ষিক বিক্রি সর্বোচ্চ প্রায় ৭ (সাত) লক্ষ টাকার মধ্যে তারাই শুধু এ টার্ণওভার করের সুবিধা পাবার যোগ্য। যাদের বার্ষিক বিক্রি ৭ (সাত) লক্ষ টাকার বেশি এবং ৮০ (আশি) লক্ষ টাকার বেশি নয় , তারা ৩ শতাংশ হারে টার্ণওভার কর পরিশোধ করবেন। ➢ নতুন ভ্যাট আইনে সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত বার্ষিক বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠানকে টার্নওভার কর ও ভ্যাট উভয় হতে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। ফলে , বর্তমানে যেসব ব্যবসায়ী প্যাকেজ ভ্যাটের নামে টার্ণওভার কর প্রদান করেন নতুন ভ্যাট আইনে তাদের টার্ণওভার কর বা কোন ভ্যা ট প্রদান করতে হবে না। তাই , নতুন ভ্যাট আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।
০২.	নতুন ভ্যাট আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের রেজিস্টার, খাতা-পত্র রাখতে হবে।	➢ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণ নিজেদের প্রয়োজনে ব্যবসার বেচা-কেনার হিসাব রাখেন। নতুন ভ্যাট আইনে যাদের বিক্রি বার্ষিক ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের নিজস্ব হিসাবের অতিরিক্ত কোন হিসাব বা খাতাপত্র বা রেজিস্টার রাখার প্রয়োজন নেই।
০৩.	নতুন ভ্যাট আইনে প্যাকেজ ভ্যাট না থাকায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভ্যাটের হিসাব রাখার জন্য একজন কর্মচারী রাখতে হবে। যার ফলে ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি পাবে।	➢ নতুন ভ্যাট আইনে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের যাদের বার্ষিক বিক্রি ৩০ (ত্রিশ) লক্ষ টাকা পর্যন্ত তাদের নিজস্ব হিসাবের অতিরিক্ত ভ্যাট বিষয়ক কোন হিসাব রাখতে হবে না। এ কারণে, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণকে ভ্যাটের হিসাব রাখার জন্য কোন কর্মচারী রাখতে হবে না। ফলে, তাঁদের ব্যবসার খরচ বৃদ্ধি পাবে না।
০৪.	ক্রেতারা ভ্যাট দেন না। তাই , ব্যবসায়ীগণ নিজেদের পকেট থেকে প্যাকেজ ভ্যাট দেন।	➢ নতুন ভ্যাট আইনে পণ্যের দামের মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকবে। ফলে ক্রেতাগণই ভ্যাট দেবেন। সুতরাং ব্যবসায়ীগণকে নিজেদের পকেট থেকে ভ্যাট দিতে হবে না।

উদ্ভাবনে বাড়বে কর
দেশ হবে স্বনির্ভর

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

ভ্যাট দিচ্ছে জনগণ
দেশের হচ্ছে উন্নয়ন